১৮-০৭-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এখন আসুরিক অপগুণ সরিয়ে ঈশ্বরীয় গুণ ধারণ করতে হবে, বাবার থেকে নিজের ২১ জন্মের স্বরাজ্য নিতে হবে"

প্রশ্নঃ - বাবার কোন্ অ্যাক্ট তোমাদেরও অ্যাক্ট হওয়া উচিত্ ?

উত্তরঃ - বাবার অ্যাক্ট হলো সবাইকে জ্ঞান আর যোগ শেখানোর । এই অ্যাক্ট বাচ্চারা তোমাদেরও অবশ্যই করতে হবে । পতিতকে পবিত্র বানাতে হবে । তোমাদের কারবার হলো রুহানী সার্ভিস করা । কোন কোন বাচ্চা শরীর ছেড়ে চলে যায় তারপর আবার নতুন দেহ নিয়ে এই মেহনতই করতে থাকে । দিন-দিন তোমাদের সার্ভিস বেড়ে যাবে ।

গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায় . . .

ওম্ শান্তি । এই গীত এখানেই শোভন কারণ এই গীত উঁচু থেকেও উঁচু বাবার মহিমা । রুদ্র বাবা নয়, শিববাবা । তোমরা শিববাবা বা রুদ্রবাবা যাই বলো দুইই এক হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের শিববাবা বলাই শুনতে ভালো লাগে । তোমরাও শরীর ধারণ করে এখানে বসে আছ । বাবা ব্রহ্মা দ্বারা তোমাদের বোঝাচ্ছেন । নয়তো শিববাবা বলতেন কিভাবে ? তিনি চৈতন্য, সত্য, জ্ঞানের সাগর । তাহলে তো নিশ্চয়ই জ্ঞানই শোনাবেন । নিজের পরিচয় দেওয়া, সেটাও তো জ্ঞান ! তারপর তিনি রচনার আদি -মধ্য -অন্তের জ্ঞান দেন অর্থাত্ স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন, একেও জ্ঞান বলা হয় । কাউকে বোঝানো বিশেষতঃ ঈশ্বর সম্পর্কে কিছু বলা সেটাও জ্ঞান । ঈশ্বর নিজেই তাঁর পরিচয় দেন । ইংরাজীতে বলা হয় ফাদার সোজ্ দ্য সন্ । বাবা এসে নিজের পরিচয় দিয়ে, সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান দেন । ঋষি, মুনি এনারা সব বলতেন আমরা রচয়িতা বা ওঁনার রচনাকে জানিনা । বাবা এখন বুঝিয়েছেন, তাই বোঝা যায় যে, এই জ্ঞান অন্য কেউ দিতে পারেনা; যে জ্ঞান থেকে মানুষ উঁচু পদ পায় । নিশ্চিতভাবে সেই পদ দেবী-দেবতাদেরই । তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ, অখণ্ড, অবিচলিত পবিত্রতা, সুখ, শান্তি, সম্পত্তি তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার, যা তোমরা আবার একবার লাভ করছ । সুখধাম হলো ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার আর দুঃখধাম হলো আসুরিক জন্মসিদ্ধ অধিকার । রাবণ দ্বারা আমরা পতিত হই । রাবণের থেকে আত্মারা পতিত হওয়ার উত্তরাধিকার নেয় । তারপর আবার পরমাত্মা রাম এসে পতিত থেকে পবিত্র বানান । এটা কারও জানা নেই যে অর্ধ কল্প ধরে রাবণ ভারতের পুরানো শত্রু । মানুষ রামরাজ্য চায়, তার মানে এখন রাবণ রাজ্য । যতই হোক, তারা নিজেদের পতিত বা রাবণ মনে করেনা । এখন এই আসুরিক সম্প্রদায় পরিবর্তিত হয়ে দৈবী সম্প্রদায়ে পরিণত হচ্ছে । তোমরা এখানে আসো আসুরিক অপগুণ সরিয়ে দৈবী গুণ ধারণ করতে । ঈশ্বরীয় গুণ বাবাই ধারণ করান । তোমরা জানো যে, এখন তোমরা এসেছ বেহদের বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্মসিদ্ধ অধিকার, স্বরাজ্য নিতে । তোমরা এখানে বসে আছ সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী স্বরাজ্য প্রাপ্ত করতে । যে স্বরাজ্য তোমরা কল্প কল্প লাভ করে আসছ । এটা তোমরা হারিয়ে ফেল তারপর আবারও প্রাপ্ত করে নাও । এটা তো তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত্, তাই না ! তোমরা এখন বাবার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার লাভ করছ ! যে বাচ্চারা উত্তরাধিকার নিচ্ছে তাদের তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে, তাই না ! এটা তো তোমাদের বুদ্ধিতে আসা উচিত্, তোমরা মাতাপিতার সামনে বসে আছ বরসা নেওয়ার জন্য । তিনি ব্রহ্মামুখ দ্বারা আমাদের সাথে কথা বলেন । যারা

বাবার কোল নেয় তাদের অবশ্যই ব্রাহ্মণ বলা হবে । এই হলো জ্ঞান যজ্ঞ তারপর একে তুমি যজ্ঞই বল আর পাঠশালা বলো, একই কথা । যখন রুদ্রজ্ঞান যজ্ঞ রচিত হয় তখন লোকে পাঠশালাও বানিয়ে দেয় যেখানে তারা শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে, একদিকে বেদ, শাস্ত্র ইত্যাদি, একদিকে গীতা, অন্যদিকে আর একদিকে তারা রামায়ণও পড়ে । যারা গীতা শুনতে চায় তারা একদিকে যায়, যারা রামায়ণ শুনতে চায় তারা একদিকে যায় । এটা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ যেখানে সবকিছু স্বাহা করতে হবে । এখন সৃষ্টির শেষ এবং এই সব যজ্ঞও শেষ । জ্ঞান যজ্ঞ একটাই হয় । অন্যান্য যে অনেক রকম যজ্ঞ আছে, সেই সব মেটিরিয়াল যজ্ঞ সেখানে তারা যব, তিল ইত্যাদি সামগ্রী দেয় । এটা হল বেহদ যজ্ঞ, এর মধ্যে এই সবকিছু স্বাহা হয়ে যাবে আর তারপরে আবার একবার নতুন দুনিয়ার জন্ম হবে । সেখানে দুঃখদায়ী কোনও কিছু হয়না । এখানে কত দুঃখ । অসুস্থতা ইত্যাদি কত বেড়ে যাচ্ছে; নানারকম দুঃখ আর রোগের উপস্থিতি ! ড্রামাতে এই সবকিছু স্থির হয়ে আছে । নানারকম মানুষের মতো নানারকম দুঃখ বিদ্যমান । একে বলা হয়ে থাকে দুঃখধাম, শোক বাটিকা । মানুষ দুঃখী কারণ এটা রাবণরাজ্য । রামরাজ্যে রাবণ হয়ই না । অর্ধ কল্প সুখধাম, অর্ধকল্প দুঃখধাম । রাম বলা হয় নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকে । প্রথমতঃ, রুদ্র মালা নিরাকার আত্মাদের এবং তারপর বিষ্ণুর সাকার মালা তৈরি হয় অর্থাত্ রাজত্বের মালা; তারা নম্বর ক্রমানুসারে রাজ্য শাসন করে । বাচ্চারা তোমাদের এটা স্পষ্টভাবে বুঝে অন্যদেরও বোঝাতে হবে । সময় যেমন যেমন কাটতে থাকবে তেমন তেমন জ্ঞান শর্ট হতে থাকবে । এত শর্টে বোঝানোর জন্য বাবা যুক্তি তৈরি করছেন । বিনাশের সময় মানুষের বৈরাগ্য আসবে । তারা তখন বুঝবে যে, এটা নিশ্চয়ই সেই গুরুত্বপুর্ণ মহাভারতের লড়াই । নিশ্চিত যে, ভগবানই নিরাকার হবে, কৃষ্ণ তো হতে পারেননা । একমাত্র নিরাকারকেই সবার পতিতপাবন, সদগতি দাতা বলা হয়ে থাকে । এই টাইটেল অন্য কাউকে দেওয়া যায়না । বাবা এটাও বুঝিয়েছেন যে, দেবতাগণ কখনও অপবিত্র দুনিয়ায় পা রাখতে পারেননা । তোমরা লক্ষ্মীর থেকে ধন চাও কিন্তু লক্ষ্মী কোথা থেকে ধন আনবেন ? এখানে মাম্মাও বাবার থেকে ধন নেন । সেখানেও বাবা সাথী হবেন । এখানে সরস্বতীর সাথে ব্রহ্মা আছেন । সেখানেও অবশ্যই উভয়কে একসাথে থাকতে হবে । তার কিছু নিদর্শন হতে হবে । ধন অবশ্যই কোথাও থেকে আসে, এইজন্য মহালক্ষ্মীর পূজা হয় । তাঁকে চতুর্ভুজা দেখানো হয়, কিন্তু বহু পদে নয় । রাবণকে দশানন দেখানো হয় কিন্তু বহু পদে নয় । সুতরাং, এটা প্রমাণ হয় সেইরকম মানুষ হতে পারেনা; এটা বোঝানোর জন্যে । যখন কারও স্বামী মারা যায় তার আত্মাকে ইনভাইট করা হয়ে থাকে, কিন্তু সে কিভাবে আসতে পারে ? সে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দেহে আসে; তাকে সাহায্যের জন্যে আসতে মিনতি করা হয় । এই রীতি-রেওয়াজ ড্রামায় নির্ধারিত আছে । তারপর কি হলো ? সেই আত্মা আসে । আত্মাদের আহ্বান করা তাদের খাওয়ানোর জন্যে, কিন্তু এখানে বাবা নিজে এসে তোমাদের অর্থাত্ বাচ্চাদের খাওয়ান । বাচ্চারা তোমাদের কারবার এখন সার্ভিস করা । কেউ কেউ শরীর ছাড়ার পরে মেহনত করে অর্থাত্ তারা তাদের পরবর্তী জন্মেও মেহনত করতে থাকে । তোমাদের কারবার হলোই পতিতকে পবিত্র বানানো । তোমরা আরও এগিয়ে গিয়ে দেখ সার্ভিস কত বাড়বে ! এইরকম পূর্ব কল্পও হয়েছিলো; এটা সেই এক রীল । তোমরা বাচ্চারা জানো, যা কিছু হয় তা' পূর্ব কল্পে যেমন হয়েছিলো তেমনই হচ্ছে । বাবাও সেই জ্ঞান আর যোগ শেখানোর একই অ্যাক্ট করছেন, যেমন কল্প পূর্বে করেছিলেন । এর মধ্যে এতটুকুও প্রভেদ হতে পারেনা । এটা তো ড্রামা, তাই না ! আমরা আত্মারা ঘর থেকে এখানে নীচে আসি । আমরা মানুষের দেহ ধারণ করে নিজেদের পার্ট প্লে করি । ৮৪ জন্ম এবং ড্রামার চক্রকে তোমাদের পুরোপুরি বোঝাতে হবে । এইসব কেউ জানতো না, আমরা নিজেরাই আগে জানতাম না ! তোমরা কল্প পূর্বে জেনেছিলে, আবারও একবার জানছ । রচনা এবং রচয়িতার

আদি, মধ্য, অন্তের মর্মার্থ তোমরা এখন বুঝতে পারছ । তোমাদের বুদ্ধিতে রাখতে হবে, উঁচু থেকেও উঁচু বাবা, তিনিই একমাত্র, যিনি তোমাদের উত্তরাধিকার দেন এবং তারপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর । ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা হয়, তারপর তিনিই বিষ্ণুপুরীর মালিক হয়ে পালন করেন । বিষ্ণুপুরী বলো বা লক্ষ্মী-নারায়ণের পুরী একই কথা । তোমরা জানো যে, সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশীর ২১ জন্মের উত্তরাধিকার তোমরা বাবার থেকে লাভ করছ । বাবা বলেন, বাচ্চারা, তোমরা আমার ছিলে, তোমাদের আমি পাঠিয়েছি পার্ট প্লে করতে । এও ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে আছে । কোনকিছু কেউ বলতে পারেনা । তোমরা এও বুঝতে পারো, যথার্থভাবে যে পুরুষার্থ করবে নম্বর ক্রমানুসারে আবার সুখধামে যাবে । তোমরা সুখধামকে স্মরণ করো । তোমরা বুঝতে পারছ যে, এটা দুঃখধাম; এই ব্যাপারে কেউ জানেনা । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, এটা দুঃখধাম । যিনি সুখধাম স্থাপন করছেন সেই বাবার থেকে তোমরা উত্তরাধিকার নিচ্ছ । আমরা জীবিত থাকতে থাকতেই বাবার হয়েছি । একটা বাচ্চা রাজার কোল নিলে সে তো বুঝতে পারে যে, "আমি রাজার হয়েছি," তাই না ! আগেও লৌকিক সম্পর্ক ছিলো এবং পরেরটাও লৌকিক সম্পর্ক । এখানে, প্রথমে লৌকিক পরে অলৌকিক হয়ে যায় । তোমরা বুঝতে পারছ যে, তোমরা রামের হয়েছ যেখানে অন্যান্য বাকি সব রাবণ কুলের । তারা একদিকে আর তোমরা একদিকে । আত্মা জানে যে, সে প্রকৃতই ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছে । আমি আত্মা, পুরানো শরীর ছেড়ে আবার নতুন শরীর ধারণ করি । তোমরা পুরুষার্থ করছ, সবার সদগতি দাতা জ্ঞানসাগর পতিতপাবন বাবা দ্বারা । তিনি এই ব্রহ্মা দ্বারা পড়ান । আত্মা পড়ে । আত্মাতেই ব্যারিস্টার ইত্যাদির সংস্কার থাকে, তাই না ! আত্মা অরগ্যান্স দ্বারা বলে । তোমাদের আত্ম-অভিমানী হতে অনেক পরিশ্রম করতে হয় । বাবা তোমাদের রায় দেন, অমৃতবেলার সময়, খুব গুরুত্বপুর্ণ । সেই সময় নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা অর্থাত্ আত্মাদের মধ্যে যে জং লেগেছে তা' সরে যাবে । আত্মায় খাদ মিশে গেছে । পিওর সোনা দিয়ে পিওর অলংকার তৈরি হয় । আত্মাতে জং ধরে গেছে, সুতরাং সেই অনুসারে তারা দেহ প্রাপ্ত করে আর এই কারণে তোমাদের লাইটের ওর্বের-এর মধ্যে (আলোর শরীর) অর্থাত্ আলোক বৃত্তের মধ্যে রাখা হয় । কিন্তু এটা সম্পূর্ণই বুদ্ধি দিয়ে বোঝার ব্যাপার। তোমরা বাবার স্মরণে বসেছ, আর কোনও সমস্যা নেই । যেমন বাচ্চা তার বাবাকে মনে করে । ইঁনি বেহদের বাবা । অন্য আত্মারা দেহকে স্মরণ করে । এখন তোমরা আত্মারা বাবাকে স্মরণ করে । বাবা বলেন, আমি বেহদের বাবা, সুতরাং নিশ্চিত, আমি অবশ্যই বেহদের সুখ দেবো । আমি এই সুখ পূর্ব কল্পেও তোমাদের দিয়েছিলাম । ভারত অবশ্যই এই বিশ্বের মালিক ছিলো । শত্রু ইত্যাদি কেউ ছিলো না । এখন তোমরা সুখধামের মালিক হতে যাচ্ছ । তোমরা অজ্ঞানী হয়েছিলে । যে তোমরা স্বর্গের যোগ্য ছিলে সেই তোমরা এখন নরকযোগ্য হয়ে গেছ । বাবা এসেছেন আবার একবার তোমাদের স্বর্গের উপযুক্ত বানাতে । নিরাকার শিব জয়ন্তী যেমন হয়, গীতা জয়ন্তীও হয় । মানুষ সত্যিই বিশ্বাস করে, যখন শিববাবা আসেন তখন ভগবান বলেন আর সেই কারণে আবার গীতা জয়ন্তী হয় । তিনি আবার এসে নিজের পরিচয় দেবেন, তাই না ! তিনি এসে যা বলেছিলেন তা' থেকেই গীতার রচনা হয়েছে । তোমরা বাচ্চারা জানো, রাবণ কি ! রাবণের সাম্রাজ্য এখন ধ্বংসের মুখে । মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে । পূর্ব কল্পেও এই দুনিয়ার বদল হয়েছিলো । কত স্পষ্টভাবে সবকিছু বোঝানো হয় । এটা অনেক মেহনতের । ঘর- গৃহস্থে থেকে কমল পুষ্প সমান পবিত্রতা ধারণ করে, একই সময় এই কোর্স নাও । টিচারকে জিজ্ঞাসা করো । এই কোর্স খুব সোজা । ঘরে থেকে আমাকে স্মরণ করো এবং সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জানো । যারা সাতদিনের কোর্স শোনে তাদের মধ্যে থেকে অল্প কয়েকজনই বেরোয় । প্রত্যেক মানুষের নাড়ী বুঝতে হবে । এইরকম দেখা যায় যে, কয়েকজনের মনোযোগ খুব গভীর । সামনে বসে বাবার জ্ঞান শুনতে তারা ব্যাকুল । তাদের মুখ এবং বাতাবরণে

তোমরা বুঝতে পারো । নাড়ী ঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে ভালো ভালো বাচ্চারাও চলে যায় । তারা বলে সাতদিনের সময় হবে না, কি করবো ! কেউ কেউ বলে, আমাদের দর্শন করাও । তাদের বলো প্রথমে এসে বুঝতে । তাদের জিজ্ঞাসা করো, তোমরা কার কাছে এসেছ ?পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি ? তুমিও তো ব্রহ্মাকুমার- কুমারী, তাই না ! তুমি শিববাবার পৌত্র সুতরাং ব্রহ্মার বাচ্চা হলে । বাবা স্বর্গের রচয়িতা, সুতরাং তিনি অবশ্যই উত্তরাধিকার দেন । রাজযোগ শেখান । তাদের ভালোভাবে বুঝিয়ে তারপরে তোমাদের উচিত্ হবে সেটা তাদের দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া । অনেকে একদিনেই ভালোভাবে বুঝতে পারে । তীক্ষ্ণ বুদ্ধির এমন অনেকে বেরোবে যারা গ্যালপ (লাফিয়ে) করে এগিয়ে যাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে ভালবাসার সাথে স্মরণ করে আত্ম-অভিমানী হওয়ার মেহনত করতে হবে । স্মরণের শক্তি দ্বারা বিকারের জং সরিয়ে দাও ।
২) ঘর- গৃহস্থে থেকে কমল পুষ্প সমান হওয়ার কোর্স নাও । প্রত্যেকের নাড়ী বুঝে এবং এই বিষয়ে তাদের জানার আগ্রহ দেখে তারপরে জ্ঞান দাও ।

বরদানঃ- সম্বন্ধ সম্পর্কে এসে যারা সদা সন্তুষ্ট এবং অন্যকে সন্তুষ্ট করে, এমন গুপ্ত পুরুষার্থী ভব

সঙ্গমযুগ সন্তুষ্টির যুগ, যদি তুমি সঙ্গমযুগেই সন্তুষ্ট না থাকতে পারো তবে আর কবে থাকবে ? এইজন্য না নিজের মধ্যে কোনরকম দ্বন্দ্ব রাখবে আর না অন্যের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব হতে দেবে । মালা তখনই তৈরি হয় যখন একটা দানা অন্য দানার সম্পর্কে আসে । এইজন্য সম্পর্ক-সম্বন্ধে সদা সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং সন্তুষ্ট করতে হবে, তবেই মালার দানা হতে পারবে । পরিবারের অর্থই হলো নিজে সন্তুষ্ট থেকে অন্যকে সন্তুষ্ট করা ।

স্লোগানঃ- পুরানো স্বভাব-সংস্কারের অংশমাত্রও ত্যাগ করে যারা, তারাই সর্বাংশ ত্যাগী ।